পিআরএসপি

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী যেখানে নেই

উন্নয়নের প্রধান বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য। যে দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যতো বেশি সে দেশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাও ততো বেশি। '৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিনটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দারিদ্র্য বিমোচন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতি অগ্রাধিকার দিয়েছিলো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য তিনটি সরকারই বেশ ভালো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলো, বলা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো বা বর্তমান সরকার নিয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ মানুষই উত্তর দিতে পারবে না বলে আমাদের ধারণা। বিগত সরকারের আমলে ভিজিএফ কার্ড ও বিধবা ভাতা তার আগের সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ছাড়া তেমন উল্লেখ করার মতো নজির সামনে নেই।

এতে কি দারিদ্র্য দূর হয়েছে? পরিসংখ্যান কি বলে?

সাধারণ হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশের ৭৫ ভাগেরও বেশি লোক দরিদ্র। আর দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। দিন দিন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের হিসাবে তাই প্রমাণিত হয়। দারিদ্র্য নিরসনে এতো কর্মসূচি, রাজনৈতিক ওয়াদা তারপরও দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হচ্ছে কেন, আমরা কি তা ভেবে দেখেছি?

পিআরএসপি (প্রোভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজিক পেপার) অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সর্বশেষ পরিকল্পনাপত্র বাংলাদেশ সরকারের। এখানেও যদি প্রশ্ন ওঠে পিআরএসপি দ্বারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কতোটা সম্ভব? এই কৌশলপত্রের ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ সরকার, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, দাতা

সংস্থাসমূহ এটাকে মেনে নিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র করছে কারা? দেশের রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যরা এই কৌশলপত্রে সাধারণ বা পেশাজীবী মানুষের অংশগ্রহণ কতটুকু? এক কথায় এ প্রশ্নটির উত্তর হলো পিআরএসপিতে সাধারণ মানুষের ঐ অর্থে কোনো অংশগ্রহণ নেই।

বেশ কিছু দিন আগে সাপ্তাহিক ২০০০ পিআরএসপি নিয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ঐ সব রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের অনেক ঝানু রাজনীতিবিদরাই পিআরএসপি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। ঐ সব রিপোর্টে দেখানো হয়েছিলো পিআরএসপি দ্বারা সামগ্রিক অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। কেন নয়? তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক।

দেশে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। আর প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা আদিবাসী জনসংখ্যার ৬ গুণেরও বেশি। আদিবাসীরা দরিদ্র এবং শেষ পর্যন্ত দরিদ্র। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শুধু দরিদ্রই নয়, সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকার, অধিকার ও মর্যাদা বঞ্চিত। এখন এই প্রায় ২ কোটি প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পিআরএসপিতে অবস্থান কতটুকু? শুধু অপ্রতিবন্ধীদের দারিদ্র্য দূর হলেই কি দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে যাবে? ১ কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে দেশের পুরো উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের বাইরে রেখে দারিদ্র্য দূর হবে কিভাবে?

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো ফোরাম থেকেই এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়নি। অথচ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মনে করে প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ছিলো। এরকম আরও অনেক অসামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সরকার, দাতা সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করা যায় বিশাল এই জনগোষ্ঠী পিআরএসপি'র বাইরে কেন? সরকার না ভাবুক, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কি এই বিষয়টি ভেবেছে? পুরো পিএসসি'র কোথায়ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্থান হয়নি। এর মানে দাঁড়ায় পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে এর আংশিক লক্ষ্য অর্জন হতে পারে, সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচন হতে পারে না।

পিআরএসপিকে বলা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বজনীন দলিল। উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এটাকে কি সর্বজনীন দলিল বলা যায়? কোনোভাবেই নয়। সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৩ তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এডিডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোশাররফ হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পিআরএসপিতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মতামত নেয়ার কোনো প্রক্রিয়াই ছিলো না। সেক্ষেত্রে আমরা পিআরএসপিকে সর্বজনীন দলিল বলছি না।' যে কারণে তিনি দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। 'দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায় না হলে দারিদ্র্য দূর হবে না। অন্যদিকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করতে হলে সরকারের সব পলিসিতে দরিদ্র ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।' দরিদ্র বলতে তিনি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও সত্যিকার অর্থেই সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন।

দারিদ্র্য যদি বিমোচন করতেই হয় তবে এই কৌশলপত্রে মুটে, মজুর, কুলি, শ্রমিক, কৃষক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী অথ্যাৎ সব ধরনের মানুষের মতামত থাকতে হবে। অন্যথায় এই কৌশলপত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। দারিদ্র্য বিমোচন বললেই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে যাবে ব্যাপারটা এমনও নয়। সরকার হয়তো আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করছে দারিদ্র্য নিরসনে। কিন্তু দরিদ্রের রকমফের ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দরিদ্র হবার কারণগুলো নির্ণয় করে, সেগুলো সমূলে উৎপাটন না করলে কোনো কর্মসূচি দ্বারা সাফল্য আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তারা মানুষ। কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। আছে অনেক কিছু বদলে দেবার অসীম সাহস। এই সাহসকে জাগিয়ে তুলতে হলে সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সব ধরনের পলিসিতে তাদের প্রবেশ বা অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হলেই সরকারের অনেক কাজ কমে যাবে। বিশাল এই জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা নিজেরাই করবে।

পিআরএসপি শুভ উদ্যোগ হলেও ত্রুটিপূর্ণ। কৌশলপত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনা দরকার। দরিদ্র, নিরক্ষর ও একেবারেই পিছিয়ে থাকা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সামনে নিয়ে আসতে হলে পিআরএসপিতে তাদের অংশগ্রহণ জরুরি। এটা সরকারের দায়বদ্ধতারও ব্যাপার। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও রয়েছে। এই দায় থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। অতএব পিআরএসপিকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ব্যাপারটি তুলে আনতে হবে। এটা আমাদের দাবিও বটে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এডিডি বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ